২০ জুলাই মহাবোধি সোসাইটিতে APDR আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তাব

নির্বাচনী সন্ত্রাসের ভয়ংকর রূপ ফের দেখলাম আমরা। বাংলার মানুষ। চলে গেল অন্তত ৫০/৫৫ টা তাজা প্রাণ। মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। এখন গণনা পর্ব মিটে যাওয়ার পরও চলছে মৃত্যু মিছিল। ঘরবাড়ি ভাঙা, এলাকা ছাড়া করা, জরিমানা আদায়, উচ্ছেদ--- কী নয়! সন্ত্রাসের নতুন নতুন রূপ। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, ভিন রাজ্যের পুলিশ - কেউই ঠেকাতে পারলো না বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, রিগিং। রাস্ট্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় এই সন্ত্রাসের মূল কান্ডারি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। কিছু এলাকায় কম যাননি বিরোধীরাও। নির্বাচন কমিশন শাসকদলের আজ্ঞাবহ রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে কাজ করেছে। গণনা পর্বে ভয়ে বা ভক্তিতে বিডিওদের কদর্য ভূমিকা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আদালতের আদেশও কার্যকরী হয়নি বহুক্ষেত্রে। শেষ পর্বে ভাঙড়ে হত্যা লীলা চালালো খোদ রাস্ট্রীয় বাহিনীই যাদের আনা হয়েছিল হত্যা ঠেকানোর জন্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বল্গাহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আজকের এই নাগরিক কনভেনশন রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে। নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া যে কোন নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার রাজ্যবাসীর অর্জিত অধিকার, দয়ার দান নয়। যেকোন মূল্যে এই অধিকার রক্ষা করার জন্য রাজ্যবাসী সমবেতভাবে প্রতিবাদে সামিল হবেন এটাই কনভেনশনের প্রত্যাশা।

প্রসঙ্গত নির্বাচনী সন্ত্রাস এই রাজ্যে নতুন কিছু নয়। গত প্রায় তিন দশকের প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে একই রকম সন্ত্রাস ও মৃত্যু মিছিল দেখেছে রাজ্যের মানুষ। এরাজ্যের মানুষের কাছে এটা আজ পরিস্কার, কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে ভোট করালেই মৃত্যুশূণ্য নির্বাচন হবে এ ধারণা মূলতই ভ্রান্ত। গোটা নির্বাচন পর্বে রাজ্য পুলিশ না কেন্দ্রীয় বাহিনী এই তরজায় জনতাকে ভাসিয়ে অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যু চাপা দেওয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সমাজের সামরিকীকরণ ঘটায়। পুলিশ রাস্ট্রের ধারণার সাথে জনতাকে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়। অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে মৃত্যু, সন্ত্রাস, ভোট লুট কিছুই কম হলো না। বস্তুত সাধারণ মানুষের সক্রিয় পদক্ষেপ ছাড়া কোন সন্ত্রাসই বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই কনভেনশন তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য জন সাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ না হলে শাসকদলের এই সন্ত্রাস জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে বলেই আশংকা। ইতিমধ্যেই তা শুরুও হয়েছে। শাসকদল ও পুলিশের সন্ত্রাসে সাধারণ প্রতিবাদী মিটিং-মিছিল করাও কঠিন হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদী নাটকের উপর হামলা হচ্ছে। ফেসবুক পোস্টের জন্য বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই কনভেনশন ভোট গণনার রাতে ভাঙড়ে গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে। একই সঙ্গে প্রতিটি হত্যার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছে। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সমস্ত ঘর ছাড়া পরিবারকে অবিলম্বে ঘরে ফেরানোর জন্য প্রশাসনকে এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগামী নির্বাচনগুলি যাতে সন্ত্রাসহীন হয়, নির্বাচনগুলিতে ইচ্ছুক মানুষরা যাতে স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারে তার জন্য এখন থেকেই প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সন্ত্রাসহীন মর্যাদাপূর্ণ জীবন মানুষের অধিকার।

আসুন সবাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে এই অধিকার কায়েম করি।